

সূরা ৫৮ : মুজাদালাহ, মাদানী

سورة المجادلة، مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ২২, রুকু ৩)

(آيَاتُهَا : ২২, رُكُوعَاتُهَا : ৩)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
১। (হে রাসূল) আল্লাহ শুনেছেন সেই নারীর কথা যে তার স্বামীর বিষয়ে তোমার সাথে বাদানুবাদ করেছে এবং আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করেছে। আল্লাহ তোমাদের কথোপকথন শোনেন; আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা	۱. قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرُكُمْ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

সূরা মুজাদালাহ নাযিল হওয়ার কারণ

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : ‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যাঁর শ্রবণশক্তি সমস্ত শব্দকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। ‘বাদানুবাদকারিণী মহিলাটি’ এসে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এত চুপে চুপে কথা বলতে শুরু করে যে, আমি ঐ ঘরেই থাকা সত্ত্বেও মোটেই শুনতে পাইনি যে, সে কি বলছে! কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা ঐ গুপ্ত কথাও শুনে নেন এবং এই আয়াত অবতীর্ণ করেন **قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا**’ ইমাম বুখারী (রহঃ) কোন বর্ণনাধারা ছাড়াই এ হাদীসটি তার গ্রন্থের ‘তাওহীদ’ পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া নাসাঈ (রহঃ), ইব্ন মাজাহ (রহঃ), ইমাম ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) এবং ইব্ন জারীরও (রহঃ) তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। (আহমাদ ৬/৪৬, ফাতহুল বারী ১৩/৩৮৪, ইব্ন মাজাহ ১/৬৭, ইমাম নাসাঈ ৬/১৬৮, তাবারী ২৩/২২৫)

মুসনাদ ইব্ন আবী হাতিমে হাদীসটি নিম্নরূপে বর্ণিত আছে, আয়িশা (রাঃ) বলেন : ‘আল্লাহ কল্যাণময় যিনি উঁচু-নীচু সব শব্দই শুনতে পান। খাওলা বিন্ত

সা'লাবাহ্ (রাঃ) যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাযির হয় তখন এত ফিস্ফিস করে কথা বলে যে, তার কোন কোন শব্দ আমার কানে আসছিলনা। সে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলে : 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সে আমার সম্পদ ব্যবহার করেছে, আমার যৌবনতো তার সাথেই কেটেছে, আমি তার জন্য গর্ভ ধারণ করেছি। এখন আমি বুড়ি হয়ে গেছি এবং আমার সন্তান জন্মদানের যোগ্যতা লোপ পেয়েছে, এমতাবস্থায় আমার স্বামী আমার সাথে যিহার করেছে। যাহেলী যুগে আরাব সমাজে যদি কোন লোক তার স্ত্রীকে اُمِّي كَظْهَرُ اُمِّي তুমি আমার জন্য আমার মাতার পৃষ্ঠ সদৃশ - এ কথা বলত তাহলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিল হয়ে যেত। এভাবে বিবাহ বন্ধন ছিল করাকে যিহার বলে) হে আল্লাহ! আমি আপনার সামনে দুঃখের কান্না কাঁদছি।' তখনো মহিলাটি ঘর হতে বের হয়নি, ইতোমধ্যেই জিবরাঈল (আঃ) এ আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হন। তার স্বামীর নাম ছিল আউস ইব্ন সামিত (রাঃ)।

২। তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে তারা জেনে রাখুক যে, তাদের স্ত্রীরা তাদের মাতা নয়; যারা তাদেরকে জন্মদান করে শুধু তারাই তাদের মাতা; তারাতো অসঙ্গত ও ভিত্তিহীন কথাই বলে; নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল

۲. الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِّن نِّسَائِهِمْ مَّا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ ۚ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوءٌ غَفُورٌ

৩। যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে 'যিহার' করে এবং পরে তাদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তাহলে একে অপরকে স্পর্শ

۳. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ

করার পূর্বে একটি দাস মুক্ত করতে হবে - এই নির্দেশ তোমাদেরকে দেয়া হল। তোমরা যা কর আল্লাহ তা সম্যক অবগত।

رَقَبَةً مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا^৫
ذَلِكَ تُوَعِّظُونَ بِهِ^৬ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

৪। কিন্তু যার এ সামর্থ্য নেই, একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে তাকে একাদিক্রমে দুই মাস সিয়াম পালন করতে হবে। যে তাতেও অসমর্থ হবে সে ষাটজন অভাবগ্রস্তকে খাওয়াবে; এটা এ জন্য যে, তোমরা যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। এগুলি আল্লাহর নির্ধারিত বিধান, কাফিরদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।

۴. فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ^৫
مُتَتَابِعَيْنِ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا^৬
فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ
مِسْكِينًا^৭ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ^৮ وَتَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ^৯
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

যিহার করা এবং উহার কাফফারা

খুওয়াইলাহ বিন্ত সা'লাবাহ্ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমার এবং আউস ইব্ন সামিতের (রাঃ) ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা সূরা মুজাদালাহর প্রাথমিক আয়াতগুলি অবতীর্ণ করেন। আমি তাঁর স্ত্রী ছিলাম। তিনি খুবই বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁর চরিত্রও ভাল ছিলনা। একদা তিনি আমার কাছে আসেন, আমি তাঁকে এমন এক কথা বলে ফেলি যে, তিনি রাগান্বিত হন এবং আমাকে বলে ফেলেন : أَنْتَ عَلَى كَظْهَرِ أُمِّي তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পৃষ্ঠ সদৃশ। তারপর তিনি ঘর হতে বেরিয়ে যান এবং তার গোত্রের লোকদের সাথে কিছুক্ষণ বসে থাকেন। অতঃপর তিনি বাড়ী ফিরে আসেন। এরপর তিনি আমার

সাথে সহবাস করতে চাইলে আমি বললাম : কখনও না, যাঁর হাতে খুওয়াইলাহর প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! আপনার এ কথা (যিহারের কথা) বলার পর আপনি আপনার এ মনোবাসনা পূর্ণ করতে পারেন না যে পর্যন্ত না আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফাইসালা হয়। কিন্তু তিনি মানলেন না, বরং জোর পূর্বক তিনি মিলিত হতে চাইলেন। কিন্তু তিনি বয়স্ক ছিলেন বলে আমি তাকে সরিয়ে দিতে সক্ষম হলাম। আমি আমার প্রতিবেশিনীর বাড়ী গিয়ে একটা কাপড় ধার নিয়ে তা গায়ে দিয়ে সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গমন করলাম। আমার স্বামীর সাথে আমার যা কিছু ঘটেছিল তা আমি তাঁর সামনে নিঃসংকোচে বর্ণনা করলাম এবং তাঁর দুষ্কর্মের অভিযোগ করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলতে থাকলেন : ‘হে খুওয়াইলাহ! তোমার স্বামীর ব্যাপারে তুমি আল্লাহকে ভয় কর, সেতো অতি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে।’ আল্লাহর শপথ! ঐ স্থান ত্যাগ করার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অহী অবতীর্ণ হতে শুরু হয়। শেষ হলে তিনি বলেন : ‘হে খুওয়াইলাহ! তোমার ও তোমার স্বামীর ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা আয়াত অবতীর্ণ করেছেন।’ অতঃপর তিনি قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ হতে يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ পর্যন্ত আয়াতগুলি পাঠ করেন। তারপর তিনি আমাকে বলেন : ‘তোমার স্বামীকে বল যে, সে যেন একটি গোলাম আযাদ করে।’ আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তারতো কোন গোলামই নেই। তিনি বললেন : ‘তাহলে সে যেন একাদিক্রমে দুই মাস সিয়াম পালন করে।’ আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! তিনিতো অতি বৃদ্ধ। দুই মাস সিয়াম পালন করার শক্তি তাঁর নেই। তিনি বললেন : ‘তাহলে সে যেন এক ওয়াসাক (প্রায় ৬০ সা’) খেজুর ষাটজন মিসকীনকে খেতে দেয়।’ আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ পরিমাণ খেজুরও তাঁর কাছে নেই। তিনি বললেন : ‘আচ্ছা, আমি তাকে এক বুড়ি খেজুর দিচ্ছি।’ আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ঠিক আছে, বাকীটা আমি দিচ্ছি। তিনি বললেন : ‘বাহ! বাহ ! খুবই ভাল কাজ করলে তুমি। যাও, এটা আদায় কর। আর তোমার স্বামীর যত্ন নাও।’ আমি তাই করলাম। (আহমাদ ৬/৪১০, আবু দাউদ ২/৬৬২, ৬৬৪)

কোন কোন রিওয়াযাতে মহিলাটির নাম খুওয়াইলাহ এর স্থলে খাওলাহ রয়েছে এবং বিন্ত সা'লাবাহ্ এর স্থলে বিন্ত মালিক ইব্ন সা'লাবাহ্ আছে। এসব উক্তিে এমন কোন মতপার্থক্য নেই যে, একে অপরের বিরোধ হবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। এই সূরার প্রাথমিক এই আয়াতগুলির সঠিক শানে নুযূল এটাই।

ظَهَرَ শব্দটি ظَهَرَ শব্দ হতে এসেছে। অজ্ঞতার যুগের লোকেরা তাদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করার সময় বলত : أَنْتِ عَلَى كَظْهَرِ أُمِّي তুমি আমার জন্য আমার মাতার পৃষ্ঠ সদৃশ। জাহিলিয়াতের যুগে যিহারকে তালাক মনে করা হত। আল্লাহ তা'আলা এই উম্মাতের জন্য এতে কাফ্ফারা নির্ধারণ করেছেন এবং এটাকে তালাক রূপে গণ্য করেননি, যেমন জাহিলিয়াতের যুগে এই প্রথা ছিল। আল্লাহ তা'আলার উক্তি :

مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي তাদের পত্নীগণ তাদের মা নয়, যারা তাদেরকে জন্মদান করে শুধু তারাই তাদের মাতা। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির তার স্ত্রীকে كَظْهَرِ أُمِّي অথবা مِثْلُ أُمِّي বা أَنْتِ عَلَى كَظْهَرِ أُمِّي কিংবা এগুলির সাথে সাদৃশ্য যুক্ত কথা বলার দ্বারা স্ত্রী কখনও তার মা হতে পারেনা। বরং যারা তাদেরকে জন্মদান করে শুধু তারাই তাদের মা। وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنْ

الْقَوْلِ وَزُورًا তারাতো অসংগত ও ভিত্তিহীন কথাই বলে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপ মোচনকারী ও ক্ষমাশীল। তিনি জাহিলিয়াত যুগের এই সংকীর্ণতাকে তোমাদের হতে দূর করে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে প্রত্যেক ঐ কথা যা কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই মানুষের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় সেটাও তিনি ক্ষমা করে দেন। মহান আল্লাহ বলেন :

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে এবং পরে নিজেদের উক্তি হতে ফিরে আসে। ইমাম শাফিয়ীর (রহঃ) উক্তি মতে এর ভাবার্থ হল : যিহার করল, তারপর ঐ স্ত্রীকে আটক করে রাখলো। শেষ পর্যন্ত এমন অনেকটা সময় অতিবাহিত হল যে, ইচ্ছা করলে নিয়মিতভাবে তাকে তালাক দিতে পারত, কিন্তু তালাক দিলনা।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন যে, ভাবার্থ হল : আবার ফিরে এলো সহবাসের দিকে অথবা সহবাসের ইচ্ছা করল। এটা বৈধ নয় যে পর্যন্ত না উল্লিখিত কাফ্ফারা আদায় করে।

ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে : সহবাস করার ইচ্ছা করল বা তার সাথে জীবন যাপন করার দৃঢ় সংকল্প করল।

সাদ্দ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, ভাবার্থ হচ্ছে : যে বিষয়কে সে নিজের জীবনের উপর হারাম করে নিয়েছিল সেটা আবার যে বৈধ করতে চায় সে যেন কাফ্ফারা আদায় করে। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, কাফ্ফারা আদায় করার পূর্বে সহবাস করা নিষিদ্ধ, কিন্তু যদি গুপ্তাঙ্গ ছাড়া অন্য কিছু স্পর্শ করে তাহলে কোন দোষ নেই।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন যে, এখানে مَسَّ দ্বারা সহবাস করাকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২৩/২৩১) আ'তা (রহঃ), যুহরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্ন হিব্বানও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন।

যুহরী (রহঃ) আরও বলেন যে, কাফ্ফারা আদায়ের পূর্বে চুম্বন করা, স্পর্শ করা ইত্যাদিও জাযিয নয়।

সুনান গ্রন্থকারগণ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একটি লোক বলে : 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আমার স্ত্রীর সাথে যিহার করেছি এবং কাফ্ফারা আদায়ের পূর্বে তার সাথে সহবাসও করে ফেলেছি (এখন উপায় কি?)।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন : 'আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করুন, তুমি এটা কেন করেছ?' উত্তরে সে বলে : 'চাঁদনী রাতে তার পায়জোর (পায়ের অলংকার) আমাকে ব্যাকুল করে তুলেছিল।' তার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন : 'এখন হতে আর তার নিকটবর্তী হয়োনা যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী কাফ্ফারা আদায় কর।' (আবু দাউদ ২/৬৬৬, তিরমিযী ৪/৩৮০, নাসাঈও ৬/১৬৭, ইব্ন মাজাহ ১/৬৬৬) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান, গারীব, সহীহ বলেছেন।

এরপর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ যিহারের কাফ্ফারার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, একটি দাস মুক্ত করতে হবে। দাসকে যে মু'মিন হতে হবে এ শর্ত এখানে আরোপ করা হয়নি, যেমন হত্যার কাফ্ফারায় দাসের মু'মিন হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

ذَلِكُمْ تُوَعِّظُونَ بِهِ এই নির্দেশ তোমাদেরকে দেয়া হল। অর্থাৎ তোমাদের ধমকানো হচ্ছে। আল্লাহ তোমাদের কার্যের ব্যাপারে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তোমাদের অবস্থা তিনি সম্যক অবগত। তোমরা যা কর আল্লাহ তার খবর রাখেন। মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا গোলাম আযাদ করার যার সামর্থ্য থাকবেনা, একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে তাকে একাদিক্রমে দুই মাস সিয়াম পালন করতে হবে। যে এতেও অসমর্থ হবে, সে ষাটজন অভাবগ্রস্তকে খাওয়াবে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসেও রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম রামাযান মাসে স্ত্রীর সাথে সহবাসকারী লোকটিকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন। (ফাতহুল বারী ৪/১৯৩, মুসলিম ২/৭৮১) মহান আল্লাহ বলেন :

ذَلِكَ لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ এই আহকাম আমি এ জন্যই নির্ধারণ করেছি যে, তোমরা যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। এগুলি আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। সাবধান! তোমরা তাঁর বিধানের উল্টা কাজ করনা, তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়ের সীমা ছাড়িয়ে যেওনা। মহাপ্রতাপাম্বিত আল্লাহ বলেন :

وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ তোমরা কখনও এ ধারণা পোষণ করনা যে, যারা কান্নাফির হবে, ঈমান আনবেনা, আমার আদেশ মান্য করবেনা, শারীয়াতের আহকামের অমর্যাদা ও অসম্মান করবে এবং ওর প্রতি বেপরোয়া ভাব দেখাবে, তারা আমার শাস্তি হতে বেঁচে যাবে। জেনে রেখ যে, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৫। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদেরকে অপদস্থ করা হবে যেমন অপদস্থ করা হয়েছে তাদের পূর্ববর্তীদেরকে; আমি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ

۵. إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَقَدْ أَنْزَلْنَا ءَايَاتٍ

করেছি; কাফিরদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।	بَيَّنْتُ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ
৬। সেদিন, যেদিন আল্লাহ তাদের সকলকে একত্রে পুনরুত্থিত করবেন এবং তাদেরকে জানিয়ে দিবেন যা তারা করত; আল্লাহ উহার হিসাব রেখেছেন, যদিও তারা তা বিস্মৃত হয়েছে। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।	<p>٦. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ۗ أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ</p>
৭। তুমি কি অনুধাবন করনা, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন? তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয়না যাতে চতুর্থ হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেননা; এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয়না যাতে ষষ্ঠ হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেননা; তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশি হোক, তারা যেখানেই থাকুকনা কেন তিনি তাদের সাথে আছেন। তারা যা করে, তিনি তাদেরকে কিয়ামাত দিবসে তা জানিয়ে দিবেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত।	<p>٧. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ جَنَّةٍ ثَلَاثَةٌ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٌ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۗ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ</p>

ধর্মীয় বিরুদ্ধাচরণকারীর শাস্তি

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং শারীয়াতের আহকাম হতে বিমুখ হয়ে যায় তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন : **كُتِبَ الَّذِينَ مِنَ قَبْلِهِمْ** তাদেরকে লাঞ্চিত ও অপদস্থ করা হবে যেমন লাঞ্চিত ও অপদস্থ করা হয়েছে তাদের পূর্ববর্তীদেরকে। মহান আল্লাহ বলেন :

وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ এভাবেই সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেছি এবং নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করে দিয়েছি, যাদের অন্তরে ঔদ্ধত্যপনা রয়েছে তারা ছাড়া কেহই এগুলি অস্বীকার করতে পারেনা। আর যারা এগুলি অস্বীকার করে তারা কাফির এবং এসব কাফিরের জন্য এখানে রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি এবং এরপর পরকালেও তাদের জন্য অপমানজনক শাস্তি অপেক্ষা করছে। কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা‘আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত মানুষকে একই মাইদানে একত্রিত করবেন এবং তারা দুনিয়ায় ভাল-মন্দ যা করত তা তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে। যদিও তারা বিস্মৃত হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ ওর হিসাব রেখেছেন। তাঁর মালাইকা/ফেরেশতামণ্ডলী ওগুলি লিখে রেখেছেন। না আল্লাহ হতে কোন কিছু গোপন থাকে এবং না তিনি কোন কিছু ভুলে যান।

আল্লাহর জ্ঞান সমস্ত সৃষ্টিকে ঘিরে পরিব্যাপ্ত

মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন : **أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ** তোমরা যেখানেই থাক এবং যে অবস্থায়ই থাক, আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের সব কথাই শোনে এবং তোমাদের সব অবস্থাই দেখেন। তাঁর নিকট কিছুই গোপন থাকেনা। তাঁর জ্ঞান সারা দুনিয়াকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। প্রত্যেক কাল ও স্থানের খবর তাঁর কাছে সব সময়ই রয়েছে। আসমান ও যমীনের সমস্ত সৃষ্টির খবর তিনি রাখেন। তিনজন লোক মিলিত হয়ে পরস্পর অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে পরামর্শ করলেও তিনি চতুর্থজন হিসাবে তা শুনে থাকেন। সুতরাং তাদের এটা মনে করা উচিত নয় যে, তারা তিনজন আছে, বরং আল্লাহ তা‘আলাকে চতুর্থজন হিসাবে গণ্য করা উচিত। অনুরূপভাবে পাঁচজন লোক পরস্পর গোপন পরামর্শ করলে ষষ্ঠজন আল্লাহ তা‘আলা রয়েছেন। তাদের এ ঈমান থাকতে হবে যে, তারা যেখানেই থাকুক না

কেন তাদের সাথে আল্লাহ রয়েছেন। তিনি তাদের অবস্থা অবগত আছেন এবং তাদের কথা শুনছেন। আবার এর সাথে সাথে তাঁর ফেরেশ্তামণ্ডলীও লিখতে রয়েছেন যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

তাদের কি জানা নেই যে, আল্লাহ তাদের মনের গুপ্ত কথা এবং গোপন পরামর্শ সবই অবগত আছেন? আর তাদের কি এ খবর জানা নেই যে, আল্লাহ সমস্ত গায়েবের কথা খুবই জ্ঞাত আছেন? (সূরা তাওবাহ, ৯ : ৭৮) অন্যত্র আছে :

أَمْ تَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ

তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের গোপন বিষয় ও মন্ত্রনার খবর রাখিনা? অবশ্যই রাখি। আমার মালাইকাতো তাদের নিকট থেকে সব কিছু লিপিবদ্ধ করে। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৮০)

অধিকাংশ বিজ্ঞান এরা উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, এই আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হল **مَعِيَّةَ عِلْمٍ** আল্লাহ তা'আলার সত্তা সব জায়গায়ই বিদ্যমান থাকা নয়, বরং তাঁর ইল্ম সব জায়গায়ই বিদ্যমান রয়েছে, এটাই উদ্দেশ্য। তিনজনের সমাবেশে চতুর্থটি হবে তাঁর ইল্ম। নিঃসন্দেহে এ বিষয়ের উপর পূর্ণ ঈমান রাখতে হবে যে, এখানে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার সত্তা সঙ্গে থাকা উদ্দেশ্য নয়, বরং তাঁর ইল্ম সব জায়গায় বিদ্যমান থাকাই উদ্দেশ্য। তবে হ্যাঁ, এটা সুনিশ্চিত যে, তাঁর শোনা এবং দেখাও এভাবেই তাঁর ইল্মের সাথে রয়েছে। মহান আল্লাহ তাঁর সমস্ত মাখলূকের কার্যাবলী সম্যক অবগত। তাদের কোন কাজই তাঁর নিকট গোপনীয় নয়। সুতরাং তারা যা কিছু করছে, তিনি কিয়ামাতের দিন তাদেরকে তা জানিয়ে দিবেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত।

ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতকে ইল্ম দ্বারাই শুরু করেছেন এবং ইল্ম দ্বারাই শেষ করেছেন।

৮। তুমি কি তাদেরকে লক্ষ্য করনা, যাদেরকে গোপন পরামর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছিল; অতঃপর তারা যা নিষিদ্ধ তারই পুনরাবৃত্তি করে

۸. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ هُؤْلُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا هُؤْلُوا

এবং পাপাচরণ, সীমা লংঘন ও রাসুলের বিরুদ্ধা-চরণের জন্য কানাকানি করে। তারা যখন তোমার নিকট আসে তখন তারা তোমাকে এমন কথা দ্বারা অভিবাদন করে যদ্বারা আল্লাহ তোমাকে অভিবাদন করেননি। তারা মনে মনে বলে : আমরা যা বলি উহার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দেননা কেন? জাহান্নামই তাদের উপযুক্ত শাস্তি, সেখানে তারা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট সেই আবাস!

عَنْهُ وَيَتَنَجَّوْنَ بِالْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ
وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ
يُحْيِكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي
أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا
نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا
فَبِئْسَ الْمَصِيرُ

৯। হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন গোপন পরামর্শ কর, সেই পরামর্শ যেন পাপাচরণ, সীমা লংঘন ও রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে না হয়। কল্যাণকর কাজ ও তাকওয়া অবলম্বনের পরামর্শ কর এবং ভয় কর আল্লাহকে যাঁর নিকট তোমরা সমবেত হবে।

۹. يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا
تَنَجَّيْتُمْ فَلَا تَتَنَجَّوْا بِالْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ
وَتَتَنَجَّوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

১০। শাইতানের প্ররোচনায় হয় এই গোপন পরামর্শ, মু'মিন-দেরকে দুঃখ দেয়ার জন্য; কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা

۱۰. إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ
الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ

ব্যতীত শাইতান তাদের সামান্যতম ক্ষতি সাধনেও সক্ষম নয়। মু'মিনদের কর্তব্য হল আল্লাহর উপর নির্ভর করা।

ءَامِنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا
إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَعَلَى اللَّهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

ইয়াহুদীদের নিকৃষ্ট আচরণ

মুজাহিদ (রহঃ) থেকে ইব্ন নাযিহ (রহঃ) বলেন যে, যাদেরকে গোপন পরামর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছিল তারা ছিল ইয়াহুদী। (তাবারী ২৩/২৩৬) মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) আরও যোগ করে বলেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ইয়াহুদীদের মাঝে যখন চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় তখন ইয়াহুদীরা এই কাজ করতে শুরু করে যে, যেখানেই তারা কোন মুসলিমকে দেখত এবং যেখানেই কোন মুসলিম তাদের কাছে যেত তখন তারা এদিকে-ওদিকে একত্রিত হয়ে চুপে-চুপে এবং ইশারা-ইঙ্গিতে এমনভাবে কানাকানি করত যে, যে মুসলিম একাকী তাদের কাছে থাকত সে ধারণা করত যে, তারা তাকে হত্যা করারই চক্রান্ত করছে। সুতরাং সে ঐ পথ ত্যাগ করে অন্য পথে চলে যেত। যখন এসব অভিযোগ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে পৌঁছতে লাগল তখন তিনি ইয়াহুদীদেরকে এই ঘৃণ্য কাজ পরিত্যাগ করতে বলেন। কিন্তু এর পরেও তারা আবার এ কাজে লিপ্ত থাকল। (দুররুল মানসুর ৮/৮০) তখন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَيَتَنَاجَوْنَ بِاللَّيْلِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ তারা পাপাচরণ, সীমালংঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের জন্য কানাকানি করে। অর্থাৎ তারা হয়তো পাপ কাজের উপর কানাকানি করে যাতে অন্যদের ক্ষতি সাধনের ষড়যন্ত্র করে, অথবা তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণের উপর কানাকানি করে এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে একে অপরকে উদ্বুদ্ধ করে।

وَإِذَا جَاؤُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ আল্লাহ তা‘আলা ঐ পাপী ও বদ লোকদের আর একটি জঘন্য আচরণের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা সালামের শব্দের পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন কথা দ্বারা অভিবাদন করে যদ্বারা আল্লাহ তাঁকে অভিবাদন করেননি।

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা কয়েকজন ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে বলে : **السَّامُ عَلَيْكَ يَا** **أَبَا الْقَاسِمِ** আস সামু আলাইকা ইয়া আবুল কাসিম হে আবুল কাসেম! তোমার মৃত্যু হোক (তাদের উপর আল্লাহর লা’নত বর্ষিত হোক!)। তখন আয়িশা (রাঃ) প্রতিউত্তরে বলেন : **وَعَلَيْكُمُ السَّامُ** (ওয়া আলাইকুমুস সামু) তোমাদেরও মৃত্যু হোক। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : ‘হে আয়িশা! নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা মন্দ বচন ও কঠোর উজ্জিকৈ অপছন্দ করেন।’ আয়িশা তখন বলেন : ‘আপনি কি শুনেননি যে, তারা আপনাকে **السَّامُ عَلَيْكَ** বলেছে?’ উত্তরে তিনি বলেন : ‘তুমি কি শুননি যে, আমি তাদেরকে **وَعَلَيْكُمُ** বলেছি?’ তখন আল্লাহ তা‘আলা ... **وَإِذَا جَاؤُوكَ حَيَّوْكَ** এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (তাবারী, ২৩/২৩৬, ২৩৭)

সহীহ হাদীসের অন্য রিওয়াযাতে আছে যে, আয়িশা (রাঃ) বলেছিলেন : **السَّامُ عَلَيْكُمُ** তোমাদের প্রতি আল্লাহর তরফ হতে মৃত্যু, অসম্মান ও অভিশাপ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন : ‘তাদের ব্যাপারে আমাদের দু‘আ কবুল হয়েছে এবং আমাদের ব্যাপারে তাদের দু‘আ কবুল হয়নি।’ (ফাতহুল বারী ১০/৪৬৬)

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীবর্গসহ বসেছিলেন এমতাবস্থায় একজন ইয়াহুদী এসে তাঁদেরকে সালাম করল। তাঁরা তার সালামের উত্তর দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ‘সে কি বলল তা কি তোমরা জান?’ তাঁরা উত্তরে বললেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সেতো সালাম করল।’ তিনি বললেন : ‘বরং সে : **سَامٌ عَلَيْكُمْ** বলেছে। অর্থাৎ ‘তোমাদের ধর্ম মিটে যাক’ বা ‘তোমাদের ধর্মের পরাজয় ঘটুক।’ অতঃপর তিনি বললেন : ‘তাকে ডেকে আনো।’ তখন সাহাবীগণ (রাঃ) তাকে ডেকে আনলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে বললেন : ‘তুমি কি : **سَامٌ**

عَلَيْكُمْ বলেছ?’ সে উত্তরে বলল : ‘হ্যাঁ।’ অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদেরকে বললেন : ‘যদি আহলে কিতাবদের কেহ তোমাদেরকে সালাম দেয় তাহলে তোমরা বলবে : عَلَيْنَا অর্থাৎ তোমার উপরও ওটাই যা তুমি বললে। (তাবারী ২৩/২৪০, ফাতহুল বারী ১০/৪৬৩)

ঐ লোকগুলো নিজেদের কৃতকর্মের উপর খুশি হয়ে মনে মনে বলত : ‘যদি ইনি সত্যি আল্লাহর নাবী হতেন তাহলে আমাদের এই চক্রান্তের কারণে আল্লাহ তা‘আলা অবশ্যই দুনিয়ায়ই আমাদেরকে শাস্তি দিতেন। কেননা আল্লাহ তা‘আলাতো আমাদের ভিতরের অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল।’ তাই আল্লাহ তাবারাকাতু ওয়া তা‘আলা বলেন যে, তাদের জন্য পরকালের শাস্তিই যথেষ্ট, সেখানে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। কত নিকৃষ্ট সেই আবাস! (আহমাদ ২/১৭০)

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতের শানে নুযূল হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইয়াহুদীদের এভাবে সালাম দেয়ার পদ্ধতি। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত, ‘মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি সত্যি সত্যি নাবী হয়ে থাকেন তাহলে আমরা যা বলি সেই জন্য আল্লাহ শাস্তি দিচ্ছেন না কেন?’

গোপন পরামর্শের ব্যাপারে শিক্ষণীয় আদব

এরপর আল্লাহ তা‘আলা মু‘মিনদেরকে আদব শিক্ষা দিতে বলছেন : يَا أَيُّهَا

الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ هِ
মু‘মিনগণ! তোমরা এই মুনাফিক ও ইয়াহুদীদের মত কাজ করনা। তোমরা যখন গোপনে পরামর্শ কর তখন সেই পরামর্শ যেন পাপাচরণ, সীমালংঘন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে না হয়। তোমরা কল্যাণকর কাজ ও তাকওয়া অবলম্বনের পরামর্শ করবে। তোমাদের সদা-সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে চলা উচিত যাঁর কাছে তোমাদের সকলকেই একত্রিত হতে হবে, যিনি ঐ সময় তোমাদেরকে প্রত্যেক সাওয়াব ও পাপের পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করবেন। আর তোমাদের সমস্ত কাজ-কর্ম ও কথা-বার্তা সম্পর্কে তোমাদেরকে তিনি অবহিত করবেন। তোমরা যদিও ভুলে গেছ, কিন্তু তাঁর কাছে সবই রক্ষিত ও বিদ্যমান রয়েছে। এরপর আল্লাহ তাবারাকাতু ওয়া তা‘আলা বলেন :

إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا
 শাইতানের প্ররোচনায় হয় এই গোপন পরামর্শ, মু'মিনদেরকে দুঃখ দেয়ার জন্য। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত শাইতান বা অন্য কেহ তাদের সামান্যতম ক্ষতি সাধনেও সক্ষম নয়। মু'মিনরা যদি এরূপ কোন কার্যকলাপের আভাস পায় তাহলে তারা যেন بِاللَّهِ اَعُوذُ পাঠ করে ও আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং তাঁরই উপর ভরসা করে। এরূপ করলে ইনশাআল্লাহ শাইতান তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা।

যে কানাকানির কারণে কোন মুসলিমের মনে কষ্ট হয় এবং সে তা অপছন্দ করে এরূপ কানাকানি হতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'যখন তোমরা তিনজন থাকবে তখন যেন দুইজন একজনকে বাদ দিয়ে কানাকানি না করে, কেননা এতে ঐ তৃতীয় ব্যক্তির মনে কষ্ট হয়।' (আহমাদ ১/৪২৫, ফাতহুল বারী ১১/৫৮, মুসলিম ৪/১৭১৮)

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যখন তোমরা তিনজন থাকবে তখন যেন দুইজন তৃতীয় জনের অনুমতি ছাড়া তাকে বাদ দিয়ে কানাকানি না করে। কেননা এতে সে মনে দুঃখ ও কষ্ট পায়।' (মুসলিম ৪/১৭১৭, আবদুর রাযযাক ১১/২৬)

১১। হে মু'মিনগণ! যখন তোমাদের বলা হয় মজলিসের স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান করে দিবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করে দিবেন এবং যখন বলা হয় উঠে যাও, তখন উঠে যাবে। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ

۱۱. يَتَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ائْشُرُوا فَاَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ

তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত
করবেন; তোমরা যা কর
আল্লাহ সেই সম্পর্কে সবিশেষ
অবহিত।

أَوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

মাজলিসে বসার আদব

এখানে আল্লাহ তা‘আলা মু‘মিনদেরকে মাজলিসে বসার আদব বা ভদ্রতা শিক্ষা দিতে গিয়ে এবং একে অপরের প্রতি অনুগ্রহ করার নির্দেশ দিতে গিয়ে বলেন : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ তোমরা কোন মাজলিসে একত্রিত হবে এবং তোমরা বসে যাওয়ার পর কেহ এসে পড়লে তখন তাঁর বসার জায়গা করে দেয়ার উদ্দেশ্যে তোমরা একটু একটু করে সরে বসবে এবং এভাবে জায়গা কিছুটা প্রশস্ত করে দিবে। এর বিনিময়ে আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করে দিবেন। কেননা প্রত্যেক আমলের বিনিময় ঐরূপই হয়ে থাকে। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে : ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য মাসজিদ বানিয়ে দিবে, আল্লাহ তাঁর জন্য জান্নাতে ঘর বানিয়ে দিবেন।’ (ফাতহুল বারী ১/৬৪৮) অন্য হাদীসে রয়েছে : ‘যে ব্যক্তি কোন লোকের কাঠিন্য সহজ করবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার (বিপদ-আপদের) কাঠিন্য সহজ করে দিবেন। অবশ্যই আল্লাহ তাঁর বান্দাকে সাহায্য করতে থাকেন যে পর্যন্ত বান্দা তার (মুসলিম) ভাইকে সাহায্য করতে থাকে।’ (মুসলিম ৪/২০৭৪) এ ধরনের আরও বহু হাদীস রয়েছে।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি যিক্রের মাজলিসের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। যেমন, ওয়ায্ হছেহ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু উপদেশ বাণী প্রদান করছেন এবং জনগণ বসে শুনছেন। এমন সময় কেহ একজন এসে পড়লেন। কিন্তু কেহই নিজ জায়গা হতে একটু সরছেন না যে ঐ লোকটি বসতে পারেন। তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আয়াত নাযিল করে নির্দেশ দিলেন : তোমরা একটু একটু করে সরে গিয়ে স্থান প্রশস্ত করে দাও, যাতে পরে আগমনকারীর বসার জায়গা হয়ে যায়। (তাবারী ২৩/২৪৪)

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘কোন মানুষ যেন কোন মানুষকে উঠিয়ে দিয়ে তাঁর জায়গায় না বসে, বরং তোমরা মাজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও।’ (আহমাদ ২/১২৬, ফাতহুল বারী ১/৬৪, মুসলিম ১/১৭১৪)

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমরা কেহ অন্যকে তার বসার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে বসবেনা, বরং জায়গা করে তারপর সেখানে বসবে। তাহলে আল্লাহও তোমাদের জন্য জায়গা করে দিবেন। (আহমাদ ২/৫২৩)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) অন্যত্র বর্ণনা করেন : কোন লোকের উচিত হবেনা যে, সে তার বসার জায়গা অন্যকে ছেড়ে দিবে, বরং সে তার অন্য ভাইয়ের জন্য জায়গা করে দিবে। ফলে আল্লাহ তা‘আলাও তার জন্য জায়গা করে দিবেন। (আহমাদ ২/৩৩৮)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন যে, মাজলিসে স্থান প্রশস্ত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে জিহাদের ব্যাপারে। অনুরূপভাবে উঠে দাঁড়ানোর নির্দেশও জিহাদের ব্যাপারেই দেয়া হয়েছে। (তাবারী ২৩/২৪৪, কুরতুবী ১৭/২৯৯, দুররুল মানসুর ৮/৮২)

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, ভাবার্থ হচ্ছে : যখন তোমাদেরকে কল্যাণ ও ভাল কাজের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তোমরা তৎক্ষণাৎ সাড়া দিবে। (তাবারী ২৩/২৪৫)

জ্ঞানী ও জ্ঞানের উৎকর্ষতা

এরপর ইরশাদ হচ্ছে : **يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ** : যখন তোমাদেরকে মাজলিসে জায়গা করে দেয়ার কথা বলা হয় তখন জায়গা দেয়ায় এবং যখন উঠে যাওয়ার কথা বলা হয় তখন উঠে যাওয়ায় তোমরা নিজেদের জন্য মানহানিকর মনে করনা, বরং এর মাধ্যমে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা তোমাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন। তোমাদের এ সৎ কাজ তিনি বিনষ্ট করবেননা। বরং এর বিনিময়ে তিনি তোমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম পুরস্কার প্রদান করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর আহকামের উপর বিনয়ের সাথে স্বীয় ঘাড় নুইয়ে দেয়, তিনি তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।

আবু তুফায়েল আমির ইব্ন ওয়াসিলাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আসফান নামক স্থানে উমার ইব্ন খাত্তাবের (রাঃ) সঙ্গে নাফি’ ইব্ন হারিসের (রাঃ) সাক্ষাৎ হয়। উমার (রাঃ) তাঁকে মাক্কার গর্ভনর নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁকে তিনি জিজ্ঞেস করেন : ‘মাক্কায় কাকে তুমি তোমার স্থলাভিষিক্ত করে এসেছ?’ উত্তরে তিনি বলেন : ‘ইব্ন আব্বাকে (রাঃ) আমি আমার স্থলাভিষিক্ত করে এসেছি।’ তখন

উমার (রাঃ) তাঁকে বললেন : ‘সেতো আমার আযাদকৃত গোলাম! সুতরাং কি করে তাকে মাক্কাবাসীর উপর আমীর নিযুক্ত করে এলে?’ তিনি জবাবে বললেন : ‘হে আমীরুল মু‘মিনীন! তিনি আল্লাহর কুরআনের পাঠক, ফারায়েযের আলেম এবং বিচার কাজেও একজন ভাল কাযী।’ এ কথা শুনে উমার (রাঃ) বললেন : ‘তুমি সত্য বলেছ। নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ এই কিতাবের কারণে এক কাওমকে সম্মানিত ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী করবেন এবং অন্যদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করবেন এবং তাদের মর্যাদা কমিয়ে দিবেন’।’ (আহমাদ ১/৩৫, মুসলিম ১/৫৫৯)

আলেমদের যে ফাযীলাতের কথা এই আয়াতে এবং অন্যান্য আয়াত ও হাদীসসমূহে বলা হয়েছে, এ সবগুলি আমি সহীহ বুখারীর কিতাবুল ইলমের শারাহয় জমা করেছি। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর এবং তাঁরই নিকট আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

১২। হে মু‘মিনগণ! তোমরা রাসুলের সাথে চুপি চুপি কথা বলতে চাইলে উহার পূর্বে সাদাকাহ প্রদান করবে, এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় ও পরিশোধক। যদি তাতে অক্ষম হও তাহলে এ জন্য তোমাদেরকে অপরাধী গণ্য করা হবেনা। কেননা আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

۱۲. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَجَيَّيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰنِكُمْ صَدَقَةً ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

১৩। তোমরা কি চুপে চুপে কথা বলার পূর্বে সাদাকাহ প্রদান কষ্টকর মনে কর? যখন তোমরা সাদাকাহ দিতে পারলেনা, আর আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন, তখন তোমরা সালাত

۱۳. ءَاَسْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰنِكُمْ صَدَقَتٍ ۚ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ

প্রতিষ্ঠিত কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। তোমরা যা কর আল্লাহ তা সম্যক অবগত।

فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَاللَّهُ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

রাসূলের (সাঃ) সাথে গোপনে কথা বলার ব্যাপারে সাদাকাহ প্রদানের আদেশ

আল্লাহ তা‘আলা মু‘মিনদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, যখন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে চুপি-চুপি কথা বলতে চাইবে তখন যেন কথা বলার পূর্বে তাঁর পথে সাদাকাহ প্রদান করে, যাতে তাদের অন্তর পবিত্র হয় এবং তোমরা তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে পরামর্শ করার যোগ্য হতে পার। তবে হ্যাঁ, যদি কেহ দরিদ্র হয় তাহলে তার প্রতি আল্লাহ তা‘আলার দয়া ও ক্ষমা রয়েছে। অর্থাৎ তার উপর এ হুকুম প্রযোজ্য নয়। এ হুকুম শুধুমাত্র ধনীদের উপর প্রযোজ্য। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন :

أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُفَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ তোমরা কি চুপে-চুপে কথা বলার পূর্বে সাদাকাহ প্রদানকে কষ্টকর মনে কর এবং ভয় কর যে, এই নির্দেশ কত দিনের জন্য রয়েছে? যাক, তোমরা যদি এই সাদাকাহ প্রদানকে কষ্টকর ও অসুবিধাজনক মনে করে থাক তাহলে তোমাদেরকে এজন্য কোন চিন্তা করতে হবে না। আল্লাহ তোমাদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। এখন আর তোমাদেরকে এ জন্য সাদাকাহ প্রদান করতে হবে না। এখন তোমরা সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত কর, যাকাত দিতে থাক এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য কর।

কথিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে গোপন পরামর্শ করার পূর্বে সাদাকাহ প্রদান করার গৌরব শুধুমাত্র আলীই (রাঃ) লাভ করেন। তারপর এ হুকুম উঠে যায়।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সাহাবীগণ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খুব বেশি বেশি প্রশ্ন করতে শুরু করেন, ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর তা কঠিন বোধ হয়। তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা এ হুকুম জারী করেন। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর হালকা হয়ে যায়। কেননা এরপর জনগণ প্রশ্ন করা ছেড়ে দেয়। অতঃপর পুনরায় আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমদের উপর প্রশস্ততা আনয়ন করেন এবং এ হুকুম রহিত করে দেন। (তাবারী ২৩/২৪৯) ইকরিমাহ (রহঃ) ও হাসান বাসরীরও (রহঃ) উক্তি এটাই যে, এ হুকুম রহিত হয়ে যায়। কাতাদাহ (রহঃ) ও মুকাতিল ইব্ন হিব্বানও (রহঃ) এ কথাই বলেন। সাহাবীগণের কেহ কোন যরুরী কথা বলতে চাইলেও সাদাকাহ প্রদান না করা পর্যন্ত তা বলতে পারছিলেননা। ফলে তাদের জন্য এ বিষয়টি খুব কঠিন হয়ে পড়ে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, শুধু দিনের এক ঘণ্টার জন্য এ হুকুম জারী থাকে। (তাবারী ২৩/২৪৯) আলীও (রাঃ) এ কথাই বলেন যে, এই হুকুমের উপর শুধু আমিই আমল করতে সক্ষম হই এবং এ হুকুম নাযিল হওয়ার পর খুব অল্প সময়ের জন্যই এটা জারী থাকে, অতঃপর এটা মানসূখ হয়ে যায়। (মুসনাদ আবদুর রায্যাক ৩/২৮০)

১৪। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি, যারা আল্লাহ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে? তারা তোমাদের (মুসলিমদের) দলভুক্ত নয় এবং তাদেরও (ইয়াহুদীদের) দলভুক্ত নয় এবং তারা জেনে মিথ্যা শপথ করে।

۱۴. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَخَلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

১৫। আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কঠিন শাস্তি। কত মন্দ তারা যা করে!

۱۵. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

<p>১৬। তারা তাদের শপথগুলিকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে, এভাবে তারা আল্লাহর পথ হতে মানুষকে নিবৃত্ত করে; তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।</p>	<p>১৬. اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ</p>
<p>১৭। আল্লাহর শাস্তির মুকাবিলায় তাদের ধন সম্পদ ও সম্ভান-সম্মতি তাদের কোন কাজে আসবেনা; তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।</p>	<p>১৭. لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ</p>
<p>১৮। যেদিন আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন তাদের সকলকে, তখন তারা তাঁর (আল্লাহর) নিকট সেরূপ শপথ করবে যে রূপ শপথ তোমাদের নিকট করে এবং তারা মনে করে যে, এতে তারা উপকৃত হবে। সাবধান! তারাইতো মিথ্যাবাদী।</p>	<p>১৮. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ ۖ كَمَا تَحْلِفُونَ لَكُمْ ۖ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ</p>
<p>১৯। শাইতান তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে। ফলে তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে আল্লাহর স্মরণ। তারা শাইতানেরই দল। সাবধান! শাইতানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত।</p>	<p>১৯. اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ۖ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۖ أَلَا إِنَّ حِزْبَ</p>

الشَّيْطَانِ هُمْ الْخَسِرُونَ

মুনাফিকদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে

এখানে আল্লাহ তা‘আলা মুনাফিকদের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা অন্তরে ইয়াহুদীদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করে, কিন্তু প্রকৃত তারা এ ইয়াহুদীদেরও দলভুক্ত নয় এবং মু‘মিনদেরও দলভুক্ত নয়। তাদের ব্যাপারে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

مُذَبِّذِينَ بَيْنَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَتُولَاءٍ وَلَا إِلَى هَتُولَاءٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا

এরা সন্দেহের দোলায় দোদুল্যমান রয়েছে। তারা এ দিকেও নয় ওদিকেও নয়; এবং আল্লাহ যাকে পথভ্রান্ত করেছেন, বস্তুতঃ তুমি তার জন্য কোনই পথ পাবেনা। (সূরা নিসা, ৪ : ১৪৩) তারা এদিকেরও নয়, ওদিকেরও নয়। তারা প্রকাশ্যভাবে মিথ্যা শপথ করে থাকে। মু‘মিনদের কাছে এসে তারা মু‘মিনদের পক্ষেই কথা বলে। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে শপথ করে তারা নিজেদেরকে ঈমানদার হিসাবে প্রমাণ করতে চেষ্টা করে এবং বলে যে, তারা নিশ্চিতরূপে মুসলিম। অথচ অন্তরে তারা সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করে। তারা যে মিথ্যাবাদী এটা জেনে শুনেও মিথ্যা শপথ করতে মোটেই দ্বিধা বোধ করেনা। তাদের এই দুষ্কার্যের কারণে আল্লাহ তা‘আলা তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কঠিন শাস্তি। এই প্রতারণার জন্য তাদেরকে মন্দ প্রতিদান দেয়া হবে। তারাতো তাদের শপথগুলিকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে এবং মানুষকে তারা আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত করে। মুখে তারা ঈমান প্রকাশ করে এবং অন্তরে কুফরী গোপন রাখে। কসমের মাধ্যমে তারা নিজেদের ভিতরের দুষ্কৃতিকে গোপন করে। অভিজ্ঞ লোকদের উপর তারা কসমের দ্বারা নিজেদেরকে সত্যবাদী রূপে পেশ করে এবং তাদেরকে তাদের প্রশংসাকারী বানিয়ে নেয়। ধীরে ধীরে তারা তাদেরকে নিজেদের রঙে রঞ্জিত করে এবং এভাবে তাদেরকে আল্লাহর পথ হতে ফিরিয়ে রাখে। মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন যে, এই মুনাফিকদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন :

لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

আল্লাহর শাস্তির মুকাবিলায় তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের কোনই কাজে আসবে না,

তারা জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে, কখনই তাদেরকে সেখান হতে বের করা হবেনা।

কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাদের সকলকেই এক মাইদানে একত্রিত করবেন, কেহকেও বাদ রাখবেননা। তখন দুনিয়ায় যেমন তাদের অভ্যাস ছিল যে, নিজেদের মিথ্যা কথাকে তারা শপথ করে সত্য রূপে দেখাত, অনুরূপভাবে ঐ দিনও তারা আল্লাহর সামনে নিজেদের হিদায়াত ও সঠিক পথের অনুসারী হওয়ার উপর বড় বড় শপথ করবে এবং মনে করবে যে, সেখানেও বুঝি তাদের চালাকী ধরা পড়বেনা। কিন্তু মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহর কাছে কি তাদের এই ফাঁকিবাজি ধরা না পড়ে থাকতে পারে? তিনিতো তাদের মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা এ দুনিয়ায়ও মু'মিনদের নিকট বর্ণনা করে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন : সাবধান! তারাইতো মিথ্যাবাদী। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

اللَّهُ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ শাইতান তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে এবং তাদের অন্তরকে নিজের মুষ্টির মধ্যে নিয়ে ফেলেছে, ফলে তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে।

আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেনঃ 'যে গ্রামে বা মরু ভূমিতে তিনজন রয়েছে এবং তাদের মধ্যে সালাত প্রতিষ্ঠিত করা হয়না, তাদের উপর শাইতান প্রভুত্ব বিস্তার করে ফেলে। সুতরাং তুমি জামা'আতকে অপরিহার্য করে নাও। বাঘ ঐ বকরীকে খেয়ে ফেলে যে দল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।' (আবু দাউদ ১/৩৭১) সায়েব (রহঃ) বলেন যে, এখানে জামা'আত দ্বারা সালাতের জামা'আতকে বুঝানো হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ তারা শাইতানেরই দল। অর্থাৎ যাদের উপর শাইতান প্রভুত্ব বিস্তার করেছে এবং এর ফলে তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন :

إِنِ الْخَاسِرُونَ الشَّيْطَانُ هُمُ الْخَاسِرُونَ সাবধান! শাইতানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত।

২০। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা হবে চরম লাপ্তিতদের

۲۰. إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ

অন্তর্ভুক্ত।	وَرَسُولُهُ أَوْلَيْكَ فِي الْآذِلِينَ
২১। আল্লাহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, আমি এবং আমার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হব। আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।	۲۱. كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ
২২। আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় তুমি পাবেনা যারা ভালবাসে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারীদেরকে, হোক না এই বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা তাদের জ্ঞাতি গোষ্ঠী। তাদের অন্তরে (আল্লাহ) ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা; তিনি তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে; আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, তারাই আল্লাহর দল। জেনে রেখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।	۲۲. لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أَوْلَيْكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيَدْخُلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أَوْلَيْكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতাকারীরাই ক্ষতিগ্রস্ত, সফল পরিণাম আল্লাহ ও তাঁর রাসূলেরই জন্য

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন, যে অবিশ্বাসী বিদ্রোহীরা সত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, হিদায়াত হতে দূরে সরে পড়েছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং শারীয়াতের বিধানসমূহের আনুগত্য হতে পৃথক হয়ে গেছে তারা হবে চরম লাক্ষিত। তারা আল্লাহ তা‘আলার রাহমাত হতে ও তাঁর করুণাপূর্ণ দৃষ্টি হতে হবে বঞ্চিত। তারা দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহ তা‘আলা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন :

كُتِبَ لِلَّهِ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي তিনি এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশ্যই বিজয়ী হবেন। অর্থাৎ লাউহে মাহফুজে এটা লিখিত হয়ে গেছে যা কখনও পরিবর্তন হবার নয় এবং তাঁর এ ইচ্ছার প্রতিফলনে বাধা দেয়ারও কেহ নেই। পরিশেষে তিনি, তাঁর কুরআন, তাঁর রাসূল এবং মু‘মিন বান্দাগণ দুনিয়া ও আখিরাতে বিজয়ী হবেনই। নিশ্চয়ই তিনি মহাশক্তিমান ও পরাক্রমশালী। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ
الْأَشْهَادِ يَقُومُ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ
سُوءُ الدَّارِ

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু‘মিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দন্ডায়মান হবে, যেদিন যালিমদের কোনো ওয়র আপত্তি কোনো কাজে আসবেনা, তাদের জন্য রয়েছে লা‘নত এবং নিকৃষ্ট আবাস। (সূরা মু‘মিন, ৪০ : ৫১-৫২) আর এখানে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন :

كُتِبَ لِلَّهِ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ আল্লাহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, আমি এবং আমার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হব। আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। অর্থাৎ ঐ শক্তিমান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ তাঁর শত্রুদের উপর জয়যুক্ত থাকবেন। তাঁর এ সিদ্ধান্ত অটল যে, ইহজগতে ও পরজগতে পরিণাম হিসাবে বিজয় ও সাহায্য লাভ মু‘মিনদেরই জন্য।

অবিশ্বাসীরা কখনও বিশ্বাসীদের বন্ধু হতে পারেনা

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ (হে নাবী! তুমি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায়কে পাবেনা যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধাচারীদেরকে ভালবাসে - হোকনা এই বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোত্র। মহামহিমাম্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন :

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقْنَةً

মু'মিনগণ যেন মু'মিনগণকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ না করে, এবং তাদের আশংকা হতে আত্মরক্ষা ব্যতীত যে এরূপ করে সে আল্লাহর নিকট সম্পর্কহীন; আর আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় পবিত্র অস্তিত্বের ভয় প্রদর্শন করছেন। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ২৮) অন্যত্র বলেন :

قُلْ إِنْ كَانَ عِبَادُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَضُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

(হে নাবী!) তুমি তাদেরকে বলে দাও : যদি তোমাদের পিতৃবর্গ, তোমাদের পুত্রগণ, তোমাদের ভ্রাতাগণ, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের স্বগোত্র, আর ঐ সব ধন সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছে, আর ঐ ব্যবসায় যাতে তোমরা মন্দা পড়ার আশংকা করছ অথবা ঐ গৃহসমূহ যেখানে অতি আনন্দে বসবাস করছ, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের চেয়ে এবং তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে (যদি এই সব) তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয় তাহলে তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাক যে পর্যন্ত আল্লাহ নিজের নির্দেশ পাঠিয়ে দেন। আর আল্লাহ আদেশ অমান্যকারীদেরকে পথ প্রদর্শন করেননা। (সূরা তাওবাহ, ৯ : ২৪)

সাঈদ ইব্ন আবদুল আযীম (রহঃ) বলেন যে, لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

... وَالْيَوْمِ الْآخِرِ এ আয়াতটি আবু উবাইদাহ্ আমির ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন জাররাহর (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়, যখন তিনি তাঁর (কাফির) পিতাকে বদরের যুদ্ধে হত্যা করেন। উমার (রাঃ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্বক্ষণে যখন খিলাফাতের জন্য একটি দলকে নির্ধারণ করেন (যে, তাঁরা মিলিতভাবে যাকে ইচ্ছা খালীফা নির্বাচন করবেন) ঐ সময় তিনি আবু উবাইদাহ্ (রাঃ) সম্পর্কে বলেছিলেন : ‘তিনি যদি আজ বেঁচে থাকতেন তাহলে তাকেই আমি খালীফা নিযুক্ত করতাম।’ এ কথাও বলা হয়েছে যে, এক একজনের মধ্যে পৃথক পৃথক গুণ ছিল। যেমন আবু উবাইদাহ্ (রাঃ) স্বীয় পিতাকে হত্যা করেছিলেন, আবু বাকর (রাঃ) স্বীয় পুত্র আবদুর রাহমানকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিলেন, মুসআব ইব্ন উমায়ের (রাঃ) তাঁর ভ্রাতা উবায়দ ইব্ন উমায়েরকে হত্যা করেছিলেন এবং উমার (রাঃ), হামযাহ্ (রাঃ), আলী (রাঃ) এবং উবাইদাহ্ ইব্ন হারিস (রাঃ) নিজেদের নিকটতম আত্মীয় উৎবাহ্, শায়বাহ্ এবং ওয়ালীদ ইব্ন উৎবাহ্কে হত্যা করেছিলেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এ ঘটনাটিও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরী বন্দীদের সম্পর্কে মুসলিমদের সাথে পরামর্শ করেন। তখন আবু বাকর (রাঃ) বলেন : ‘তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ গ্রহণ করা হোক যাতে মুসলিমদের আর্থিক সংকট দূর হয়ে যায় এবং মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য যুদ্ধাস্ত্রসমূহ সংগৃহীত হতে পারে। আর এর বিনিময়ে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হোক। এতে হয়ত আল্লাহ তা‘আলা তাদের অন্তর ইসলামের দিকে ফিরিয়ে দিবেন। তাছাড়া তারাতো আমাদেরই আত্মীয়-স্বজন বটে।’ কিন্তু উমার (রাঃ) এর সম্পূর্ণ বিপরীত মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যে মুসলিমের যে আত্মীয় মুশরিক তাকে তারই হাতে সমর্পণ করুন এবং তাকে নির্দেশ দিন যে, সে যেন তাকে হত্যা করে। আমরা আল্লাহ তা‘আলাকে দেখাতে চাই যে, আমাদের অন্তরে মুশরিকদের প্রতি কোনই ভালবাসা নেই। আমার হাতে আমার অমুক আত্মীয়কে সমর্পণ করুন। আলীর (রাঃ) হাতে আকীলকে সঁপে দিন এবং অমুক সাহাবীর হাতে অমুক কাফিরকে সমর্পণ করুন!’ এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ
আল্লাহর শত্রুদের সাথে সম্পর্কহীন এবং নিজেদের মুশরিক আত্মীয়দের প্রতি

ভালবাসা পরিত্যাগ করে, যদিও তারা পিতা কিংবা ভাই হয়, তারা হল পূর্ণ ঈমানদার। তাদের অন্তরে ঈমানের মূল গেড়ে বসেছে। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা শক্তিশালী করেছেন নিজের পক্ষ হতে রুহ্ দ্বারা। তাদের দৃষ্টিতে তিনি ঈমানকে সৌন্দর্যময় করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ তিনি তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তারা আল্লাহর জন্য তাদের মুশরিক আত্মীয়দের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল বলে এর বিনিময়ে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাদের প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন এবং তাদেরকে এত বেশি করে দিয়েছেন যে, তারাও তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়েছে। তারাই আল্লাহর দল এবং আল্লাহর দলই হবে সফলকাম। আর শাইতানের দলটি অবশ্যই হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

সূরা মুজাদালাহ এর তাফসীর সমাপ্ত।